পল্লী ফসল ক্লিনিক

# ফসলের
# প্রেসক্রিপশন
## Prescription

একেএম জাকারিয়া পিএইচডি

মোঃ খালিদ আওরঙ্গজেব



চর ডেভেলাপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (সিডিআরসি)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী [আরডিএ], বগুড়া

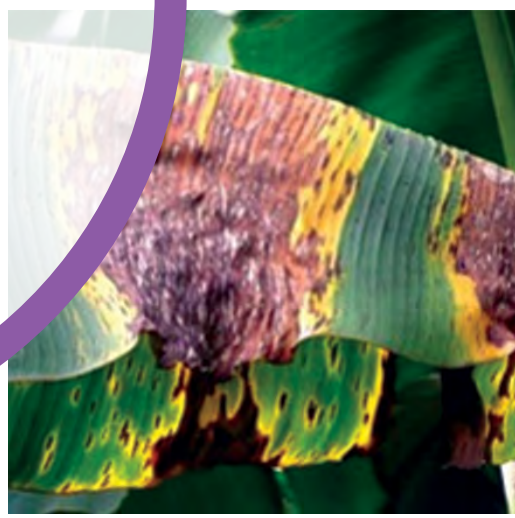

# ফসলের প্রেসক্রিপশন

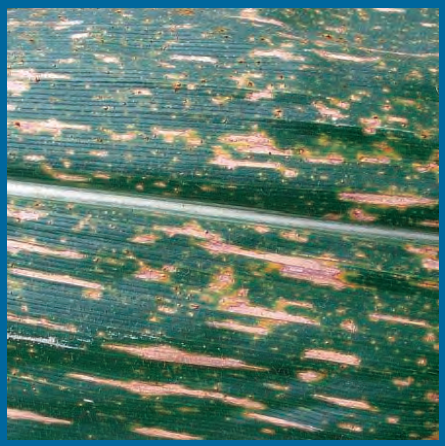

**প্রকাশনা**
মহাপরিচালক
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী
বগুড়া-৫৮৪২, বাংলাদেশ
e-mail:dgrda@rda.gov.bd
web: www.rda.gov.bd



**পল্লী ফসল ক্লিনিক মডেল উদ্ভাবক**
একেএম জাকারিয়া পিএইচডি
মোঃ খালিদ আওরঙ্গজেব

**সহযোগী গবেষকবৃন্দ**
মোঃ ফেরদৌস হোসেন খান
মোঃ আব্দুল মজিদ প্রামাণিক পিএইচডি
মোছাঃ রেবেকা সুলতানা

**গ্রাফিক্স ডিজাইন**
মোঃ কামরুল ইসলাম
জুবায়ের সাব্বির
মোঃ বোরহান উদ্দিন
মোঃ মুসাব্বির সম্রাট



**প্রকাশকাল**
ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

**মূল্য**
৫০০.০০ টাকা

**ISBN**
984-556-369-4

**মুদ্রণ**
দেশ প্রিন্টিং প্রেস
প্রেসপট্টি, বগুড়া।

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা | ১ |
| বেগুনের ফল ও কাণ্ড পচা | ২ |
| বেগুনের চারা ধ্বসা রোগ | ৩ |
| বেগুনের শিকড় পচা রোগ | ৪ |
| বেগুনের শিকড়ে গিঁট রোগ | ৫ |
| বেগুনের কাঁটালে (ইপিল্যাকনা বিটল) পোকা | ৬ |
| বেগুনের ছাতরা পোকা | ৭ |
| বেগুনের কাটুই পোকা | ৮ |
| বেগুনের উরচুঙ্গা পোকা | ৯ |
| বেগুনের বিছা পোকা | ১০ |
| বেগুনের জ্যাসিড সাদা মাছি শ্যামা পোকা | ১১ |
| বেগুনের পাতা মোড়ানো পোকা | ১২ |
| বেগুনের জাব পোকা | ১৩ |
| বেগুনের ঘোড়া পোকা | ১৪ |
| বেগুনের লেদা পোকা | ১৫ |
| বেগুনের থ্রিপ্স পোকা | ১৬ |
| বেগুনের পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা | ১৭ |
| বেগুনের ক্ষুদে লাল মাকড় | ১৮ |
| সীমের জাব পোকা | ১৯ |
| সীম ছিদ্রকারী পোকা | ২০ |
| সীমের পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা | ২১ |
| সীমের এনথ্রোকনোজ | ২২ |
| সীমের গান্ধী পোকা | ২৩ |
| ঢেঁড়শের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা | ২৪ |
| ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক বা স্বচ্ছ শিরা রোগ | ২৫ |
| ঢেঁড়শের এনথ্রাকনোজ রোগ | ২৬ |
| টমেটোর আগামধ্বসা বা আর্লি ব্লাইট রোগ | ২৭ |
| টমেটোর নাবীধ্বসা বা লেট ব্লাইট রোগ | ২৮ |
| টমেটোর ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলেপড়া রোগ | ২৯ |
| বরবটির ফল ছিদ্রকারী পোকা | ৩০ |
| পটলের ফল পঁচা রোগ | ৩১ |
| ডাঁটার গোড়া ও কান্ড পঁচা রোগ (এ্যানথ্রাকনোজ) | ৩২ |
| কুমড়া জাতীয় ফলের মাছি পোকা (লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, করলা, স্কোয়াস) | ৩৩ |
| রেড পামকিন বিটল (লাল পোকা) | ৩৪ |
| লাউ, কুমড়া ও সব্জির কাঁটালে পোকা (ইপিলেকনা/বিটল) | ৩৫ |
| মরিচের আগা মরা (এ্যানথ্রাকনোজ) রোগ | ৩৬ |
| পেঁয়াজের পাতা পোড়া বা পাতা পঁচা রোগ | ৩৭ |
| কাঁঠালের মুচিপঁচা রোগ | ৩৮ |
| আমের স্যুট গল মাছি | ৩৯ |
| আমের পাতা খেকো শুয়া পোকা | ৪০ |
| আমের ভোমরা পোকা | ৪১ |
| আমের মাছি পোকা | ৪২ |
| আমের হপার পোকা | ৪৩ |
| আম গাছের পাতা কাটা উইভিল পোকা | ৪৪ |
| আমের ম্যালফরমেশন রোগ | ৪৫ |
| আমের পাউডারী মিলিডিউ | ৪৬ |
| কলার এনথ্রাকনোজ | ৪৭ |

কলা গাছের কৃমি রোগ ৪৮
কলা গাছের পানামা রোগ ৪৯
কলা গাছের সিগাটোকা রোগ ৫০
কলার গুচ্ছ মাথা রোগ ৫১
কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা ৫২
পেয়ারা গাছের সাদা মাছি ৫৩
পেয়ারার ফল ছিদ্রকারী পোকা ৫৪
পেয়ারা গাছের ঢলেপড়া রোগ ৫৫
পেয়ারার এ্যানথ্রাকনোজ ক্ষত রোগ ৫৬
লিচুর লাল মাইট (লাল মাকড়) ৫৭
লিচুর ফল ও বীজ ছিদ্রকারী পোকা ৫৮
লিচুর মিলিবাগ ৫৯
নারিকেল গাছের কুঁড়ি পচা বা বাড রট রোগ ৬০
নারিকেল গাছের গন্ডার পোকা ৬১
লেবুর গ্রীনিং রোগ ৬২
লেবুর আগা থেকে মরে আসা ডাইব্যাক রোগ ৬৩
ধানের মাজরা পোকা ৬৪
ধানের থ্রিপস পোকা ৬৫
ধানের পামরী পোকা ৬৬
ধানের ঘাস ফড়িং ৬৭
ধানের উরচুঙ্গা ৬৮
ধানের পাতা মোড়ানো পোকা ৬৯
ধানের সবুজ পাতা ফড়িং ৭০
ধানের বাদামী গাছ ফড়িং ৭১
ধানের সাদা পিঠ ঘাস ফড়িং ৭২
ধানের গান্ধি পোকা ৭৩
ধানের খোল পোড়া রোগ ৭৪
ধানের চারা ধসা রোগ ৭৫
ধানের ব্লাষ্ট রোগ ৭৬
ধানের খোল পঁচা রোগ ৭৭
ধানের ব্যাকটেরিয়াজমিত পাতা পোড়া রোগ (বি.এল.বি) ৭৮
ধানের টুংরো রোগ ৭৯
ধানের উফরা রোগ ৮০
ধানের বাকানী রোগ ৮১
ধানের বাদামী দাগ রোগ ৮২
ধানের শীষ কাটা লেদা পোকা ৮৩
আলুর কাটুই পোকা ৮৪
আলুর জাব পোকা ৮৫
আলুর জাব পোকা (সবুজ) ৮৬
আলুর সুতলী পোকা ৮৭
ভূট্টার বীজ পচা ও চারা ঝলসানো ৮৮
ভূট্টার পাতার দাগ ৮৯
ভূট্টার ডাউনি মিলডিউ ৯০
ভূট্টার মোজাইক ৯১
ভূট্টার কান্ড পচা ৯২
ভূট্টা মোচা পচা ৯৩
ভূট্টার গুদাম পচা ৯৪
ভূট্টার ও চালের উইভিল পোকা ৯৫
ভূট্টা-মোচার পোকা ৯৬
ভূট্টার জাবপোকা ৯৭
ভূট্টা দানার মথ ৯৮

# মুখবন্ধ

স্থায়ীত্বশীল কৃষি উন্নয়ন ছাড়া পল্লী উন্নয়ন করা অসম্ভব কেননা গ্রাম বাংলার ৭০% অধিবাসী জীবন জীবিকার জন্য কৃষির উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা বহুমাত্রিক এর মধ্যে বালাই জনিত সমস্যা অন্যতম। প্রতিবছর বালাই জনিত সমস্যার কারনে মাঠ ফসলের ২৫-৩০% নষ্ট হয় যার আর্থিক মূল্য ১০০০-১২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার। বালাই দমনের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহন করলে যা কমিয়ে আনা সম্ভব।

কৃষক পর্যায়ে সঠিকভাবে বালাই সনাক্ত করতে না পারায় বালাইনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার হচ্ছে এতে করে একদিকে কৃষকের উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে অন্যদিকে জনস্বাস্থ্যের উপর বিরুপ প্রভাব পড়ছে।

মাঠ পর্যায়ে বালাই সনাক্ত ও দমনে প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের কৃষকদের কার্যকর সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া উদ্ভাবিত পল্লী ফসল ক্লিনিক মডেলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে এই প্রয়াসটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

এ বইটি লিখতে গিয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রি, বারি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং দেশী ও বিদেশী কৃষি বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রকাশিত বই ও বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত তথ্য ও ছবি ব্যবহার করা হয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃষক বান্ধব এরূপ একটি বই সংকলন ও মুদ্রণ কাজে জড়িত পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার অনুষদ সদস্য ও সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে এধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। বইটি সংকলনে কোন ভূল ভ্রান্তি ও মুদ্রণ প্রমাদ থাকা অস্বাভাবিক নয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবার মতামত ও পরামর্শ পরবর্তীতে বইটির উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করবে।

কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট পাঠকদের কাছে বইটি কাজে লাগলে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার এই প্রয়াস স্বার্থক হবে।

ড. এমএ মতিন
ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

# পল্লী ফসল ক্লিনিক

ফসলের ডাক্তার
পল্লী ফসল ক্লিনিক
আঞ্জুয়ারা বেগম
ইউপি সদস্য ও ফসলের ডাক্তার
মাহমুদা বেগম
ফসল ক্লিনিক সিস্টার
পল্লী ফসল ক্লিনিক ঃ রাধানগর,শাজাহানপুর
সহযোগীতায় ঃ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

# প্রেসক্রিপশন
Prescription

পল্লী ফসল ক্লিনিক

## ভূট্টা দানার মথ

১. এজাতীয় পোকা দমনের জন্য ভূট্টাবীজ বা খাওয়ার জন্য ভূট্টাদানা খুব ভালভাবে রোদে শুকিয়ে ও ঝেড়ে নিয়ে বাতাস ও জলীয় বাস্প প্রতিরোধক পাত্রে গোলাজাত করতে হবে। সংরক্ষন পাত্রে খুবভাল করে শুকনো নিম, বিষ কাটালী বা তামাক পাতা দিলে পোকা নিয়ন্ত্রনে থাকবে।

**পোকা আক্রমণের লক্ষণঃ**

দানাশস্যের মথটির পাখা ছড়ানো অবস্থায় থাকে। সামনের ও পেছনের দুজোড়া পাখার প্রত্যেকটিতে পালকের মত ঝালর দেখতে পাওয়া যায়। সামনের পাখার রং হলদে ধুসর এবং তাতে হালকা কালো ধুলার মত ছিটানো দাগ। পেছনের পাখা দুটি ধুসর রংয়ের। স্ত্রীপোকা শস্যদানার গায়ে প্রায় ১৫০টি ডিম পাড়ে। পূর্নতাপ্রাপ্ত কীড়াগুলো দেখতে সাদা। কীড়াগুলো শস্যদানার ভেতর গর্ত করে ঢুকে খেতে থাকে এবং সেখানেই পুত্তলী ও পূর্ন বয়স্ক পোকায় পরিনত হয়। কীড়া দ্বারা সৃষ্ট গর্তের ভেতর দিয়ে পূর্নবয়স্ক পোকা (মথ) বাইরে বের হয়ে আসে। পোকার জীবন চক্র ৫ সপ্তাহে পূর্ন হয়। বিভিন্ন দানাজাতীয় এবং ডালজাতীয় শস্যের বীজ গোলাজাত অবস্থায় এ পোকার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

### সতর্কতা

- সকল বালাইনাশকই বিষ যা মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। পারতপক্ষে কোন বালাইনাশক ব্যবহার না করাই ভাল।
- বিশেষ প্রয়োজনে যে কোন বালাইনাশক ব্যবহারের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
- প্যাকেট বা বোতলের গায়ে লেখা পরামর্শ অবশ্যই মেনে চলতে হবে।
- বালাইনাশক ব্যবহার নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

পল্লী ফসল ক্লিনিক

Chars Development Research Centre (CDRC)

www.rda.gov.bd

পল্লী ফসল ক্লিনিক

**বইটি পেতে যোগাযোগ করুনঃ**

অসীম কুমার সরকার

সহকারী পরিচালক

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

মোবাইলঃ ০১৭৪৭-৭৭৪৭৯৯

ইমেইলঃ sarker.asim@gmail.com